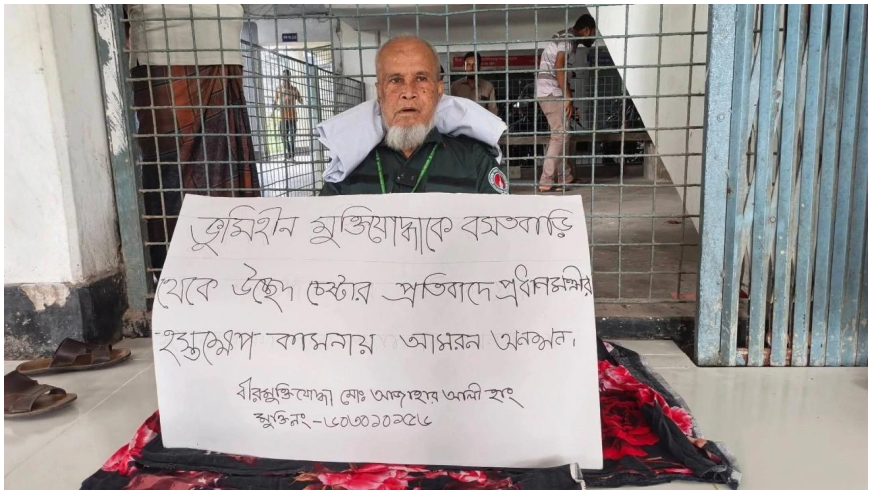
আশ্রয়ের নিশ্চয়তা নেই, আমরণ অনশনে ৮০ বছরের মুক্তিযোদ্ধা



মুক্তিযোদ্ধা আজহার আলী। ছবি: সংগৃহীত

একাত্তরে দেশ স্বাধীন করতে যুদ্ধ করেছেন। অথচ ৮০ বছর বয়সে এসে নিজের পরিবার নিয়ে নিরাপদে থাকার নিশ্চয়তা চাইতে হচ্ছে বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আজহার আলী হাওলাদারকে। সরকারি বরাদ্দের জমি থেকে উচ্ছেদের আশঙ্কা, পরিবারের ওপর হামলা এবং অস্থায়ী ঘর ভাঙচুরের অভিযোগের মধ্যে অসমাপ্ত পড়ে আছে তার জন্য নির্মিত বীর নিবাসও।

এসব সমস্যার সমাধান চেয়ে রোববার (১ নভেম্বর) সকালে পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রবেশদ্বারে আমরণ অনশন শুরু করেছেন তিনি।

আজহার আলী হাওলাদারের বাড়ি বরিশালে হলেও বেড়ে উঠেছেন পটুয়াখালীতে। তার দাবি, মেজর জলিলের অধীনে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। মুক্তিযোদ্ধা নম্বর ৬০৩০১০১৫৬। ২০০৯ সালে পাঁচ শতাংশ জমি চেয়ে আবেদন করলে ভূমিহীন হিসেবে পটুয়াখালী পৌর শহরের পুরাতন ফেরিঘাট এলাকায় তাকে তিন শতাংশ সরকারি জমি দেওয়া হয়। সেখানে পরিবার নিয়ে বসবাস শুরু করেন তিনি।

পরে ২০২৪ সালে ওই জমিতে ভূমিহীন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে একটি বীর নিবাস বরাদ্দ পান আজহার আলী। জেলা প্রশাসনের যাচাই শেষে ২০২৫ সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে ঘরটির নির্মাণকাজ শুরু হয়। তবে প্রায় ৪০ শতাংশ কাজ হওয়ার পর ২০২৬ সালের মার্চ থেকে তা বন্ধ রয়েছে। কাজ বন্ধের কারণ বা কবে আবার শুরু হবে, সে বিষয়ে কোনো নিশ্চয়তা পাননি বলে অভিযোগ তার।

এর মধ্যে গত সেপ্টেম্বর মাসে স্থানীয় কয়েকজনের বিরুদ্ধে পরিবারের সদস্যদের ওপর হামলা এবং অস্থায়ী ঘর ভাঙচুরের অভিযোগ করেন তিনি। সরকারি জমি থেকে উচ্ছেদের চেষ্টাও চলছে বলে দাবি তার। ফলে অসমাপ্ত বীর নিবাসের পাশাপাশি অস্থায়ী আশ্রয়টুকুও হারিয়ে পরিবার নিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় পড়েছেন তিনি।

আজহার আলী হাওলাদার বলেন, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে একাধিকবার গিয়েও সমস্যার সমাধান পাননি। জীবনের শেষ সময়ে পরিবার নিয়ে নিরাপদে থাকতে চান তিনি। প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়ে বীর নিবাসের নির্মাণকাজ শেষ করা এবং পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন এই মুক্তিযোদ্ধা।

পটুয়াখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আবু মুছা বলেন, আজহার হাওলাদারের জন্য বরাদ্দ করা বীর নিবাসের জমির মালিকানা নিয়ে জটিলতা রয়েছে। নতুন করে জমি বন্দোবস্ত দিয়ে সেখানে বীর নিবাস নির্মাণের কথা ভাবা হচ্ছে। এ জন্য আগে আবেদন করতে বলা হলেও তিনি এখনো আবেদন করেননি।